তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৯১

**সারাদেশে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ৭ মেট্রিক টন চাল বিতরণ**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

 গত ২৪ ও ২৫ এপ্রিল সারাদেশে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ৭ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়।  মোট ভোক্তা সংখ্যা ছিল ২৩৩ জন।

 খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ৫০ লাখ পরিবারকে বছরে পাঁচ মাস (মার্চ, এপ্রিল, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর) প্রতিমাসে ৩০ কেজি করে চাল প্রতি কেজি ১০ টাকা দরে প্রদান করা হয়।

 এছাড়া ওএমএস এর আওতায় ১০ টাকা মূল্যে চাল বিতরণ করা হয়। গত ২৪ ও ২৫ এপ্রিল সারাদেশে ওএমএস এর মাধ্যমে ২০ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়। ভোক্তা সংখ্যা ছিল ৪ হাজার।

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় যে ৫০ লাখ পরিবার রয়েছে তাদেরকে বাইরে রেখে আরো ৫০ লাখ কর্মহীন দরিদ্র মানুষের মাঝে প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল প্রতি কেজি ১০ টাকা মূল্যে ওএমএসের চাল বিতরণ করার জন্য তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

#

সুমন মেহেদী/অনসূয়া/কামাল/২০২০/১৫২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৯০

**পবিত্র রমজান উপলক্ষে সাশ্রয়ীমূল্যে টিসিবি’র** **১,৪৬৮.৮২ মে.টন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয়**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

 পবিত্র রমজান উপলক্ষে গতকাল ঢাকাসহ প্রতিটি বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ৪৫৫টি ট্রাকসেল এর মাধ্যমে দেশব্যাপী ৬২৭.৯ মেট্রিক টন সয়াবিন তেল, ৪৫৫ মেট্রিক টন চিনি, ৯১ মেট্রিক টন মশুর ডাল, ২২৭.৫ মেট্রিক টন ছোলা, ৩৪.১২ মেট্রিক টন খেজুর এবং ৩৩.৩ মেট্রিক টন পেঁয়াজসহ মোট ১,৪৬৮.৮২ মেট্রিক টন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সাশ্রয়ীমূল্যে প্রায় ১ লাখ ৮২ হাজার ক্রেতার কাছে বিক্রয় করা হয়েছে। প্রায় তিন হাজার ডিলারের মাধ্যমে এ সকল পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে। জনপ্রতি সর্বোচ্চ ৫ লিটার সয়াবিন তেল, ৩ কেজি চিনি, ১ কেজি মশুর ডাল, ২ কেজি ছোলা, ১ কেজি খেজুর এবং ২ কেজি পেঁয়াজ  বিক্রয় করা হচ্ছে।

 গত পহেলা এপ্রিল থেকে দেশব্যাপী ট্রেডিং করপোরেশন অভ বাংলাদেশ (টিসিবি) উল্লিখিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় করছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় টিসিবি’র মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে চিনি প্রতি কেজি ৫০ টাকা, মশুর ডাল প্রতি কেজি ৫০ টাকা, সয়াবিন তেল প্রতি লিটার ৮০ টাকা, ছোলা প্রতি কেজি ৬০ টাকা, খেজুর প্রতি কেজি ১২০ টাকা এবং পেঁয়াজ প্রতি কেজি ৩৫ টাকা মূ্ল্যে বিক্রয় করছে।

[

#

বকসী/অনসূয়া/কামাল/২০২০/১৩৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৮৮

**শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“উপমহাদেশের বরেণ্য রাজনীতিবিদ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ৫৮তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি এই মহান নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ছিলেন উপমহাদেশের এক অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ও নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর কাছে রাজনীতিতে তাঁর হাতেখড়ি। বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সভাপতি (১৯১৬- ১৯২১), কলকাতার মেয়র (১৯৩৫), অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৩৭-১৯৪৩), পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৪), পূর্ব বাংলার গভর্নরের (১৯৫৬-১৯৫৮) পদসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী ও বাগ্মী। তিনি একাধারে বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। দক্ষ রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক হিসেবে প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর অধিককাল তিনি গণমানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন।

হক সাহেব ছিলেন গণমানুষের নেতা। তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থে ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি (কেপিপি) এবং ১৯৫৩ সালে শ্রমিক-কৃষক দল প্রতিষ্ঠা করেন। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শেরে বাংলা এ অঞ্চলের মানুষের শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ সংস্কারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বাংলার শোষিত ও নির্যাতিত কৃষক সমাজকে ঋণের বেড়াজাল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর উদ্যোগে গঠিত ‘ঋণ সালিশী বোর্ড’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বঙ্গীয় চাকুরি নিয়োগবিধি, প্রজাসত্ত্ব আইন, মহাজনী আইন, দোকান কর্মচারী আইন প্রণয়নের ফলে এ অঞ্চলের অবহেলিত কৃষক-শ্রমিক উপকৃত হন। এই বরেণ্য রাজনীতিবিদ ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। কৃষক-শ্রমিক তথা মেহনতি মানুষের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে তাঁর অবদান জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। এ কে ফজলুল হকের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা আগামী প্রজন্মের জন্য অনুসরণীয় হয়ে থাকবে।

আমি এ মহান নেতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/অনসূয়া/কুতুব/২০২০/১৩১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৮৯

**শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং বাংলার কৃষক ও মেহনতী মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু শেরে বাংলা এ কে (আবুল কাশেম) ফজলুল হক-এর ৫৮তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

শেরে বাংলা এদেশের কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে আজীবন কাজ করে গেছেন। কৃষকদের অধিকার আদায়ে তিনি সব সময় সোচ্চার ছিলেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে এ কে ফজলুল হক দরিদ্র কৃষক এবং প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কৃষি ঋণ আইন প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইনসহ বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেন।

জমিদারগণ রায়তদের ওপর যে আবওয়াব ও সেলামি ধার্য্ করতেন, তিনি তার বিলোপ সাধন করেন। তাঁর সাহসী নেতৃত্ব, উদার ও পরোপকারী স্বভাবের জন্য জনগণ তাঁকে ‘শেরে বাংলা’ বা ‘বাংলার বাঘ’ খেতাবে ভূষিত করেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর আদর্শিক ঐক্য ও রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। শোষণ ও বঞ্চনাহীন ও প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনের জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

বাংলার গরীব-দুঃখী মানুষের জন্য তাঁর অসীম মমত্ববোধ ও ভালবাসা এ দেশের মানুষকে চিরদিন অনুপ্রাণিত করবে।

আমি মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/কুতুব/২০২০/১২৪০ ঘণ্টা